OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 31 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 31 - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

‘এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৭২’ : সময়ের বহুস্বর

অগ্নিভ সান্যাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
Email ID: sanyalagniva@gmail.com
0009-0003-3915-0209

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Naxalbari, Poetry, Politics, Communism, Time, Timelessness, Pastness, Love, Revolution.

Abstract
Although the waves of the Naxalbari movement - which began in 1967 - gradually spread across the entirety of West Bengal, the movement was effectively extinguished by 1972 due to the intensity of the administration's mass repression. The turbulent currents of this era inevitably washed over the poetry of those who had embraced social consciousness as the very foundation of their poetic ideals. The distinct imprint of the era's traumas and cries of anguish can be discerned in poetic works such as Birendra Chattopadhyay's 'Mundohin Dhorguli Ahllade Chitkar Kore' and 'Manushkheko Baghera Boro Laphay', as well as Subhash Mukhopadhyay's 'Chele Geche Bone'. Yet, poetry does not merely bear the burden of the immediate present; with its other hand, it also reaches out to touch the vast expanse of the eternal, cosmic time. This analysis aims to demonstrate that during the Naxalbari movement and its aftermath, fostered by the proliferation of countless little magazines, Bengali poetry underwent a fundamental transformation-notably, a diverse convergence of voices that shattered its traditional metropolitan-centricity. We will argue that three primary tendencies defined the poetry of this period: the weariness of constantly bearing the scars of the present; the practice of internalizing the signs of the times - allowing them to circulate secretly within the very fabric of the poem rather than expressing them overtly; and the endeavor to transcend the immediate present through a retreat into tradition or introspection. In 1973, edited by Manindra Gupta and Ranjit Sinha, 'Ek Bochorer Sreshtho Kobita 1972' was published, featuring a selection of poems drawn from the myriad little magazines of the preceding year (1972). Subsequently, anthologies compiling the selected poems of each of the following five years were published in succession, continuing until 1976. Through a comprehensive analysis of the first of these anthologies— the volume dedicated to the poetry of 1972 - we shall trace the specific trends and tonal variations that characterized Bengali poetry during the nascent phase of the 1970s.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 31 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

> "Poetry, finally, is the most complete of all the arts and therefore that form which knows best how to do justice to the significance of time. It does not need to confine itself to the moment in the way painting does, nor vanish without trace in the way music does."[১]

শিল্পের সমস্ত সংরূপ সময়ের সঙ্গে বিচিত্র সম্পর্কে বিধৃত। চিত্রকলা সময়ের সীমায় নিজেকে আবদ্ধ করে রাখে। আবার সঙ্গীত সময়ের সোনার কাঠির স্পর্শ এড়িয়ে শ্বেত পারাবতের মতন উড়ে যায়। কবিতা অথবা বৃহত্তর অর্থে সাহিত্যই সময়ের বহমানতাকে ধারণ করতে পারে। সন্ন্যাসীর চরৈবেতিবৃত্তি কিংবা গৃহস্থের স্থবিরবৃত্তির মধ্যবর্তী অবস্থানে যেন জীবনরসিক শিল্পীর মতো সময়ের ঘরে-বাইরে তার অবাধ বিচরণ। আপাতভাবে সময়ের দুটি দিক আমাদের চেতনায় আভাসিত হয় - সমকাল এবং চিরকাল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন সাহিত্য 'ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের' করে তোলে এবং সেই কারণে–

> "ক্ষণকালের মধ্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে যখন চিরকালের জন্য গড়িয়া তোলা যায় তখন ক্ষণকালের মাপকাঠি লইয়া কাজ চলে না। এই কারণে প্রচলিত কালের সহিত, সংকীর্ণ সংসারের সহিত, উচ্চসাহিত্যের পরিমাণের প্রভেদ থাকিয়া যায়।"[২]

এই সমকাল এবং চিরকালের দ্বিবাচনিকতায় সাহিত্যে বহুস্বর সৃষ্টি হয়। কবি তাঁর নিজস্ব কাব্যাদর্শ অনুযায়ী কখনো সমকালের ঘাতপ্রতিঘাতকে গ্রহণ করেন, আবার কখনো বা সমকালীন বাস্তবতাকে অতিক্রম করে প্রেম অথবা চিরায়ত ঐতিহ্যের সঙ্গে গ্রন্থিবন্ধন করেন, কখনো আবার সমকাল এবং চিরকালের মধ্যে রচিত হয় অন্বয়সূত্র।

১৯৭২ সালের এক ছুটির সকালে মণীন্দ্র গুপ্ত এবং রঞ্জিত সিংহের পারস্পরিক আড্ডা থেকে এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনের পরিকল্পনা শুরু হয়। তারপর অজস্র পত্রিকার কয়েক হাজার কবিতার 'হিমালয়সদৃশ অপচয়' পেরিয়ে কীভাবে সংকলনটি প্রস্তুত হয়েছিল, সে বিষয়ে 'এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৭২' এর 'ভূমিকা' অংশে মণীন্দ্র গুপ্ত বিস্তৃতভাবে লিখেছেন। সংকলনের সেই ইতিহাস পেরিয়ে সম্পাদকদ্বয়ের কবিতা বিচারের আদর্শ সম্বন্ধে কিছু কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী মণীন্দ্র রায় এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সংকলনগুলির সীমাবদ্ধতাকে মাথায় রেখে মণীন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন,-

> "...এ সংকলনে আমরা কবি বাছাই করি নি, কবিতা বাছাই করেছি।"[৩]

অর্থাৎ কবিনামসম্পৃক্ত প্রাতিষ্ঠানিকতাকে গ্রহণ না করে তাঁরা কবিনিরপেক্ষ কবিতাকে গ্রহণ করেছেন। টি এস এলিয়ট বলেছিলেন –

> "To divert interest from poet to the poetry is a laudable aim: for it would conduce to a juster estimation of actual poetry, good and bad."[৪]

কবিতা গ্রহণের এই 'প্রশংসনীয়' উদ্যোগের কারণেই সংকলনের একাত্তর জন কবির মধ্যে যেমন চল্লিশ, পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের খ্যাতকীর্তি কবিদের কবিতাও স্থান পেয়েছে, তেমনি সত্তর দশকের বিকাশোন্মুখ তরুণ কবিদের কবিতাও স্থান পেয়েছে সমমর্যাদায়। প্রবীণ এবং প্রতিষ্ঠিত কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, বিনয় মজুমদার প্রমুখ। তরুণ কবিদের মধ্যে বীতশোক ভট্টাচার্য, তুষার চৌধুরী, শ্যামলকান্তি দাশ, রণজিৎ দাশ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য, যাঁরা কাব্যচর্চার প্রায় ঊষাকালে এই সংকলনে স্থান পেয়েছেন। সেই সঙ্গে কবিতার সংখ্যার দিকটিও উল্লেখ করার মতো। সমস্ত কবির সমসংখ্যক কবিতা সংকলনে গৃহীত হয়নি। এই কবিভিত্তিক কবিতাসংখ্যার বিচারেও বোঝা যায় সংকলনটিতে প্রবীণ এবং নবীনদের গ্রহণে কোনো একদেশদর্শিতা প্রদর্শিত হয়নি। যে কারণে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষের মতো কবিদের একাধিক কবিতা গ্রহণের পাশাপাশি বীতশোক ভট্টাচার্যের পাঁচটি কবিতা এখানে গৃহীত হয়েছিল। এই বিষয়ে সমসাময়িক কবিদের প্রতিক্রিয়া মণীন্দ্র গুপ্তের একটি লেখায় ফুটে উঠেছে –

> "বীতশোকের ৬টি (?) কবিতা সংকলনে এসেছিল বলে একদিকে তরুণদের মনে আশা জেগেছিল, তাঁরা অগ্রাধিকার পাবেন; অন্যদিকে প্রবীণদের মুখ বিস্বাদ-বিরক্ত হয়েছিল, কোনো আনকোরা তরুণকে এতটা জায়গা দেওয়া নাকি পরোক্ষভাবে তাঁদের অবজ্ঞা দেখানো।"[৫]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 31 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মণীন্দ্র গুপ্ত এবং রঞ্জিত সিংহ দুজনেই কবিতা বিচারের গ্রহণ এবং বর্জনের কিছু মাপকাঠির কথা বলেছেন। মণীন্দ্র গুপ্ত অর্থহীন কবিতা, অতি প্রথাগত ও ক্লিশে-দুষ্ট কবিতা এবং বিবৃতিসর্বস্ব কবিতাকে বাদ দিয়ে বোধ ও রসানুভূতির ওপরে নির্ভর করে প্রকাশ ও বিন্যাসের নতুনত্ব ও যথোপযুক্ততার সাপেক্ষে কবিতা নির্বাচন করেছেন। অন্যদিকে রঞ্জিত সিংহ অনুভূতির ক্রম বা অর্থময়তা, সত্য অনুভূতির প্রকাশ, কালজ্ঞান বা যুগচরিত্রের ভিত্তিতে কবিতাকে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ উভয় সম্পাদকের কাব্যাদর্শ পরস্পরের পরিপূরকরূপে কাজ করেছে। মণীন্দ্র গুপ্ত বলেছেন –

> "বাদ দিয়েছি আমরা দৈত্যের মতো, কিন্তু গ্রহণ করেছি প্রেমিকের মতো। মনে রেখেছি যে-হাতে উৎপাটন করা যায় সে-হাতে চয়ন করা যায় না – তার জন্যে চাই সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ আঙুল।"[৬]

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম সংকলন 'এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৭২' প্রকাশিত হয় এবং নানান ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে ১৯৭৭ সালে 'এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৭৬' পর্যন্ত মোট পাঁচটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে আমরা প্রথম সংকলনটিকে প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করেছি প্রায়সমাপ্ত নকশাল আন্দোলনের সমকালীন কাব্যস্রোতটিকে ধরার জন্য এবং প্রথম কাজের স্বতঃস্ফূর্ততার কারণে। দ্বিতীয় সংকলন থেকেই বিভিন্ন কবিগোষ্ঠীর স্বার্থচিহ্নিত বিরুদ্ধতায় এই নির্বাচনের স্বতঃস্ফূর্ততা হ্রাস পায় এবং শেষ সংকলনের 'ভূমিকা'-য় সম্পাদকদ্বয় কবিরথীদের চক্রব্যূহে আহত ও ভগ্নমনোরথ হয়ে অবসর ঘোষণা করেন। 'এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা'কে কেন্দ্র করে ঘনিয়ে ওঠা এই কাব্যরাজনীতি নিয়ে পৃথক গবেষণাসন্দর্ভ রচিত হতে পারে। আপাতত আমরা আমাদের আলোচ্য সংকলনটির সমকালীন প্রেক্ষাপটের কাছে ফিরে যাই।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের এক দশক কাটতে না কাটতেই দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, জনস্ফীতিজনিত সংকট, কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা, অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্বের জ্বালা প্রভৃতি কারণে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবন ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের সরকারের বিরোধিতা করে বাংলায় ক্রমশ কমিউনিস্ট পার্টির উত্থান ঘটে। পঞ্চাশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টি জনরোষকে সংহত বিদ্রোহে রূপায়িত করতে শুরু করে। ১৯৫১ সালে কোচবিহারে খাদ্য আন্দোলন, ১৯৫৩ সালে ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ষাটের দশকে পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ, ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ভাঙন, ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন প্রভৃতি রাজনৈতিক ঘটনা এই দশকে আসন্ন জনবিপ্লবের ভিত্তি তৈরী করেছিল।

১৯৬৪ সালে নবগঠিত সি পি আই (এম)-এর মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবমুখী চিন্তাধারার পৃথক স্রোত দেখা যায়। মূলত চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল প্রমুখ নেতা সংসদীয় পদ্ধতির ওপর চূড়ান্ত অনাস্থা ঘোষণা করে সরাসরি অস্ত্রনির্ভর প্রত্যক্ষ বৈপ্লবিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পরিকল্পনা করেন। মাও সে তুং-এর জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত চারু মজুমদারের আটটি দলিলে সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন প্রতিভাত হয়। কৃষিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে তিনি এই স্বপ্নকে সার্থক করার পথ খুঁজছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র গেরিলা বাহিনীর দ্বারা মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে শ্রেণিশত্রুর উচ্ছেদ করে কৃষিবিপ্লব প্রতিষ্ঠা। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে দার্জিলিংয়ের নকশালবাড়ি গ্রামে কৃষকেরা জোতদারের জমি দখল করে এবং ক্রমাগত জোতদার-কৃষক সংঘর্ষের ফলে ১৯ জুলাই সরকারি আধাসামরিক বাহিনীর হাতে কয়েকজন কৃষক নিহত হন। ১৯৬৯ সালে সি পি আই (এম) থেকে কেন্দ্রের চাপে বিতাড়িত বিপ্লববাদী নেতা চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত প্রমুখ সি পি আই (এম এল) গড়ে তোলেন। স্থানীয় নেতা এবং কলকাতা থেকে আগত ছাত্রনেতাদের উদ্যোগে নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি পেরিয়ে এই আন্দোলনের অভিঘাত ক্রমশ ডেবরা, গোপীবল্লভপুর, বীরভূম, হাওড়া, নদিয়া, চব্বিশ পরগণা, বাঁকুড়া, কলকাতাসহ সমগ্র বাংলায় এবং আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালাসহ ভারতের বেশ কিছু রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে এই সময়েই বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এবং মায়ানমার, শ্রীলঙ্কাতেও গণআন্দোলন গড়ে ওঠে।

কলকাতায় ক্রমশ ছাত্রদলের ভেতরে জনবিরোধী দুষ্কৃতীদের অংশগ্রহণে চারু মজুমদারের সচেতন বিপ্লবপ্রচেষ্টা নিরর্থক ধ্বংসাত্মক রূপ লাভ করে, যার ফলশ্রুতিতে স্কুল-কলেজ আক্রমণ, মনীষীদের মূর্তিভাঙার মতোন ঘটনা ঘটতে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 31 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

থাকে এবং নকশাল আন্দোলন ক্রমশ দিকভ্রষ্ট হতে শুরু করে। ১৯৭১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সি পি আই (এম)-কে ভোট না দেওয়ার জন্য নকশালপন্থীরা সক্রিয় প্রচারে নামে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয়ী কংগ্রেসের নেতা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে ভয়ংকর প্রতিবিপ্লব শুরু হয়। তাঁরই নির্দেশে কলকাতা পুলিশ এবং লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট কলকাতা জুড়ে নকশালদের ব্যাপকভাবে হত্যা করতে শুরু করে। কংগ্রেসের ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী এবং আধাসামরিক প্রতিরোধ বাহিনীও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এরই পরিণতি হিসাবে কাশীপুরে এক কংগ্রেসকর্মীকে খুন করার অপরাধে ১৩ ও ১৪ আগস্ট কাশীপুর এবং বরানগর অঞ্চলে নকশালদের চিহ্নিত করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুলিশ হত্যালীলা চালায়। ১৯৭২ সালে এই প্রতিবিপ্লবের অভিঘাতে এবং ২৮ জুলাই চারু মজুমদারের মৃত্যুতে ক্রমশ বিপ্লবের পশ্চাদপসরণ ঘটে। আন্দোলনের পদ্ধতি, আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে নেতাদের অদূরদর্শিতা ও ত্রুটি, সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির প্রভাব, বিশ্বাসভঙ্গতা প্রভৃতি কারণে নকশাল আন্দোলনকে ব্যর্থ মনে হলেও বাংলার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এর প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। আজিজুল হক লিখেছেন –

> "এই রকম একটা পরিস্থিতিতে কোন যুবকই কি নিজেকে বিপ্লবী না বলে থাকতে পারে! নকশাল না হওয়াটাই তো এই পরিস্থিতিতে লজ্জার! ঝাঁকে ঝাঁকে ছেলে-মেয়ে পথে নামলেন। আগুন যদি জ্বলে পতঙ্গের সাধ্য কি দূরে থাকে! ... একটাই কথা, একটাই নেশা, একটাই পেশা – 'বিপ্লব'। আর জয়? সে তো হাতের মুঠোয়! আঁকাবাঁকা পথ আর সাম্রাজ্যবাদী বীভৎসতার সামনে এই রকম এক ঝাঁক তরুণ নেতা তো থমকে যেতেই পারেন। তা বলে তাঁদের সেদিনগুলো মিথ্যা হবে কেন?"[৭]

সামাজিক চৈতন্যকে যাঁরা জীবন ও কাব্যাদর্শের ভিত্তি রূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের কবিতাতেও এই বিক্ষুব্ধ সময়ের ঢেউ এসে লাগে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে', 'মানুষখেকো বাঘেরা বড় লাফায়', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ছেলে গেছে বনে', শঙ্খ ঘোষের 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে এই সময়ের আঘাত ও আর্তনাদের স্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়। কিন্তু কবিতা কেবলমাত্র সমসময়ের দায়ভার বহন করে না, মহাসময়কেও তার অন্য হাত স্পর্শ করে থাকে। সমসময়ের ক্ষতচিহ্ন বহন করে চলার ক্লান্তি, সময়ের চিহ্নকে সরাসরি প্রকাশ না করে কবিতা শরীরে গোপনে সঞ্চার করে দেওয়া এবং ঐতিহ্য অথবা আত্মমুখীনতায় সমসময়কে অতিক্রমণের প্রচেষ্টা – মূলত এই তিন ধরণের প্রবণতা সেই সময়ের বাংলা কবিতায় পাওয়া যায়। 'এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৭২' সংকলনটির সামগ্রিক পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা সত্তর দশকের সূচনাপর্বে বাংলা কবিতায় সময়ের বিচিত্র স্বরসমবায়ের প্রবণতাগুলিকে খুঁজব। আমরা আগেই দেখেছি, মণীন্দ্র গুপ্ত এই সংকলনের কবিতা নির্বাচনের অন্যতম মাপকাঠি হিসাবে বিবৃতিসর্বস্ব কবিতাকে বাদ দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তাই এই সংকলনে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ম্যানিফেস্টোপ্রতিম কবিতা একেবারেই স্থান পায়নি। বরং বেশ কিছু কবিতায় সমসময় বিভিন্ন চিহ্নের আড়ালে আত্মগোপন করে প্রকাশিত হয়েছে। তপোধীর ভট্টাচার্য লিখেছেন –

> "প্রতিমুহূর্তের সসীম বাস্তবকে পেরিয়ে যেতে যেতে কবিতা নন্দনের অসীম সম্ভাবনাকে ক্রিয়াত্মক করে তোলে। তখন যে-কোনো শব্দ হয়ে উঠতে পারে সংকেতগর্ভ চিহ্ন, প্রচলিত বস্তুসম্বন্ধ বিপর্যস্ত হয়ে অচেনা অজানা জগতের আদল ফুটে ওঠে।"[৮]

অপসৃয়মান বিপ্লবের ধূপছায়াকে ধারণ করতে কবিদের এই সংকেতগর্ভ চিহ্নের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। নন্দনগত কারণ ছাড়াও পূর্বে আলোচিত সরকারের কঠোর দমনমূলক প্রতিবিপ্লবের তীব্রতাকে এর কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আলোচ্য সংকলনে অমিতাভ দাশগুপ্ত, অরুণকুমার সরকার, জ্যোতির্ময় দত্ত, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতায় সমসময়ের গোপন চিহ্নের স্পষ্ট এবং নিভৃত প্রকাশ দেখা যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলায় খাদ্য আন্দোলন থেকে নকশাল আন্দোলন – অধিকাংশ আন্দোলনেরই পশ্চাতে ছিল কৃষি-সংকট। ষাটের দশকের শেষের দিকে উন্নত প্রযুক্তি, অত্যাধুনিক সার ইত্যাদির প্রয়োগের ফলে কৃষিক্ষেত্রে শস্য-উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যাকে সবুজ বিপ্লব বলে চিহ্নিত করা হয় (রেখাচিত্র – ১)। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও খাদ্যশস্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল চোখে পড়ার মতো (রেখাচিত্র – ২, ৩)। নিম্নবিত্ত মানুষের দারিদ্র্যের কোনোরকম

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 31 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সুরাহা হয়নি। এমনকি নকশাল আন্দোলনেরও সর্বাত্মক সাফল্যহীনতা এই সংকটের কোন স্থায়ী সমাধান নির্ণয় করতে পারেনি।

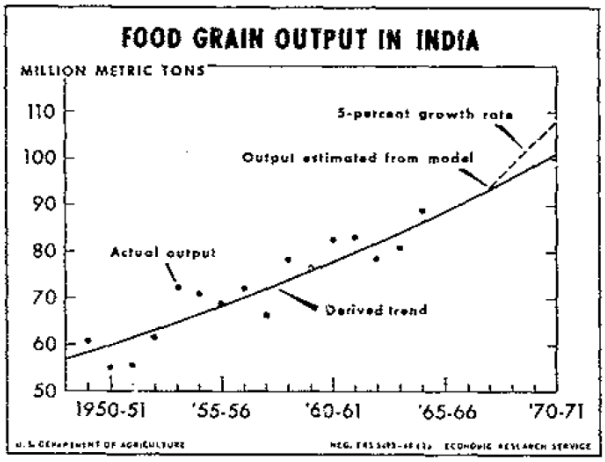

Per capita rural and urban foodgrain consumption at different income levels, 1970/71-1983

রেখাচিত্র – ১[৯]

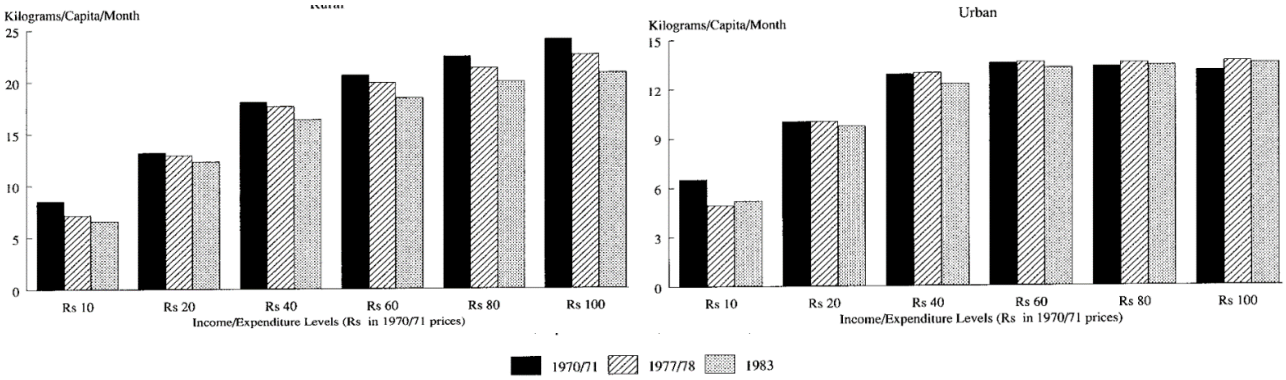

Sources: Based on data from India, Department of Statistics, National Sample Survey Organization, *The National Sample Survey: Tables on Consumer Expenditure*, various rounds (New Delhi: NSSO, various years).

রেখাচিত্র – ২, ৩[১০]

অমিতাভ দাশগুপ্তের 'জমিসংক্রান্ত চতুর্দশপদী' কবিতাটির বাচ্যার্থে আপাতভাবে বহুকর্ষিত কৃষিজমির কারুণ্য ফুটে উঠলেও কবিতাটির নিবিড় পাঠে প্রকাশিত হয় এই সামাজিক ইতিহাসের প্রজ্বলন্ত আলেখ্য। কবিতাটি শুরু হচ্ছে এইভাবে –

> "হা হা মাঠ পাণ্ডু শুয়ে মৃতবৎসা নারীর মতন,
> ত্বকে তার দ্রোণকাঁটা মাঝে মাঝে গো-ক্ষুরের দাগ
> চক্রাকারে ঘুরে গেছে। তার কাছে দুঃখীর প্রার্থিত
> সাবেক দুধেল শস্য বাষ্প হয়ে অশ্রুর প্রথায়
> উবে যায় ফি-বছর অভিজ্ঞতা, আঁকিবুঁকি কেটে।"[১১]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 31 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'মৃতবৎসা নারী' এই উপমান যেমন শস্যহীন মাঠের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি এই উপমানের মধ্য দিয়ে অসংখ্য 'শহিদের মা'র জীবনযন্ত্রণা প্রতিভাত হয়েছে। দুঃখীর প্রার্থিত শস্য প্রতি বছর উবে যাওয়ার আড়ালে রয়েছে ভারতবর্ষের বহু শতাব্দীব্যাপী কৃষিজীবী মানুষদের বঞ্চনার ইতিহাস।

কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে সরাসরি মাঠকে সম্বোধন করে কৃষিকে ধর্ষণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে 'সবুজ বিপ্লব'-এর দিকে শানিত ব্যঙ্গ ছুঁড়ে দেয়। আবার যে 'বলাৎকার-প্রবণ' মানুষগুলো জমির 'প্রতিটি কন্দর/ লোহার শাঁসালো ডাঁট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তৃপ্তি দিতে' কৃষিক্ষেত্রে আসে, তাদের অবস্থাও শোচনীয়। তৃতীয় স্তবকে কবিতাটির প্রকৃত অভিমুখ প্রকাশিত হয় –

"পিছনে সন্ততি ফেরে। মেটেআলু-চোর ছোট মেয়ে
উনুনের অন্তহীন গহ্বরে বাড়ায় নুলো হাত,
পাছা-ছেঁড়া শাড়ি – চীনে বাঁশের ফোকরে রুগ্ন চাঁদ
আয়াসে প্রস্রাব ক'রে খানিক খানিক অঙ্গ ধুয়ে
তোর নাড়ি-ছেঁড়া ধান মোড়লেরই ভোগ্য ক'রে যায়।"[১২]

যে কৃষক বুনো মোষের মতো পরিশ্রম করে শস্য উৎপাদন করে, তারও দারিদ্র্য ঘচে না। কৃষকের মেয়েকেও মেটেআলু চুরি করে বেঁচে থাকতে হয়। 'পাছা-ছেঁড়া শাড়ি' থেকে বোঝা যায় দারিদ্র্যের ভয়াবহতা। এই স্তবকে চাঁদও রুগ্ন। জ্যোৎস্নাকে তুলনা করা হয়েছে চাঁদের প্রস্রাবের সঙ্গে। রোম্যান্টিক নিসর্গ থেকে চ্যুত রুগ্ন চাঁদ এখানে সব কিছু দেখেও চুপ করে থাকা মধ্যবিত্ত সমাজচেতনা, যার চোখের সামনে দিয়ে মাঠের ফসল কৃষকের ঘরে না গিয়ে 'মোড়লের ভোগ্য' হয়ে যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, ভূমিহীন কৃষকদের দারিদ্র্য ও অসহায়তা ক্রমশ পুঞ্জীভূত হয়ে নকশালবাড়ি আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। নকশাল আন্দোলনের অব্যবহিত পরেও যে সেই দারিদ্র্য কিছুমাত্র ঘোচেনি, এই কবিতা তারই অনুষঙ্গ বহন করছে।

অরুণকুমার সরকারের 'বটতলা' কবিতাটি একদিকে যেমন সমসময়ের দলাদলিদীর্ণ রাজনৈতিক জটিল আবর্তের দিকে ইঙ্গিত করে, তেমনি তুলে ধরে সাম্প্রদায়িকতার চিরকালীন সংকটের কথা। বাস্তবে 'ডান' 'বাম' প্রভৃতি দলাদলির বিষবাষ্প না ঘুচলেও কবিতায় 'গ্রামের শেষপ্রান্তে বুড়ো বটগাছতলায়' শান্ত ছায়াময় পটভূমিতে সমস্ত বিবাদের অবসানে একক স্বরগুলি সমস্বরে মিশে যায়। 'আমি', 'তুমি'র বিচ্ছিন্ন পরিচয় ভেঙে 'সবাই' এই ঐক্যবোধ জেগে ওঠে। সমকালীন ধ্বংসাত্মক রাজনীতির প্রতিক্রিয়ায় এই কবিতায় শান্ত সমাধানসুর ফুটে উঠেছে –

"তখন সন্ধ্যা নামবে চড়ুইপাখির কলরবে :
ঢের অভিজ্ঞতা হ'ল, আমি বলব;
ঢের অভিজ্ঞতা হ'ল, তুমি বলবে;
ঢের অভিজ্ঞতা হ'ল, বলব সবাই সমস্বরে।
আমাদের মধ্যে আর বিবাদ থাকবে না।।"[১৩]

অরুণকুমার সরকারেরই 'অন্য ঈশ্বর' একটি কবিতায় প্রচলিত ঈশ্বরধারণার বিপ্রতীপে মানুষের সার্বিক মুক্তিকামনার প্রতীক ফুটে উঠেছে। প্রথাগত ধর্মের আচার-বিচার মানুষের থেকে ঈশ্বরের দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়। ভক্তির সেই উঁচুতে থাকা ঈশ্বর নয়, এখানে কবির প্রার্থিত গড্ডলিকা প্রবাহের উজানে অবস্থিত মানুষের মুক্তিচেতনা। স্রোতের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করা 'চন্দনরিক্ত কিন্তু আরক্ত জবাফুল'-এর আড়ালে খুঁজে পাওয়া যায় সমকালীন বিপ্লবী তরুণদের আত্মত্যাগের চিহ্নকে। সুবাসিত রক্তচন্দনের মতো শৌখিন বিপ্লবপ্রচেষ্টা নয়, যৌবনের ধর্মে তাঁরা আরক্ত-উজ্জ্বল। তাদের আত্মত্যাগের পথেই উদ্ভাসিত হতে পারে দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের যন্ত্রণামুক্তির চেতনা, যা এখানে 'দীনবন্ধু আরেক ঈশ্বর'-রূপে চিহ্নিত। ঈশ্বরভাবনায় এই অপরতার বোধ নিঃসন্দেহে সমসময়ের অবদান –

"সেই ফুল ভেসে যাবে স্রোতের বিরুদ্ধে প্রাণপণ
এ-ঘাট ও-ঘাট ছুঁয়ে ঢেউ ঠেলে, আরো ঢেউ ঠেলে
অবশেষে একদিন নদীর উৎসমুখে যাবে না কি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 31 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যেখানে অপেক্ষমান দীনবন্ধু
আরেক ঈশ্বর?"[১৪]

জ্যোতির্ময় দত্তের 'গ্রীষ্মের রাত' কবিতায় প্রেমের দেহজ কামনার আড়ালে ফুটে উঠেছে সময়ের অনেকগুলি চিহ্ন। একটি গ্রীষ্মের রাত্রির পটভূমিকায় মধ্যবিত্ত জীবনের বিচিত্র স্তরপরম্পরা এখানে লক্ষ্যণীয়। সমকালের ভয়-ক্লান্তি-অপেক্ষা-দীর্ঘশ্বাস-স্বপ্ন-বিপ্লবপ্রস্তুতির নানান চিহ্নকে ধারণ করে কবিতাটি ক্রমশ বাস্তবাতিশায়ী প্রেমের কামনামদির মুহূর্তের দিকে চলে গেছে–

"আহা রাত গ্রীষ্মের রাত এপাশ-ওপাশ করে অন্তহীন রাত
কেউ উৎকর্ণ হয়ে শুনছে ট্যাক্সির মিটার নাবানোর ঝনাৎ
বউটি হঠাৎ টিকটিকির শব্দ শুনে খুব খুশি হ'য়ে পাশ ফিরে শুলো
কেউ ইঞ্জিনের পুরোনো ধরণের বাঁশি শুনে ভাবল কানের ভুল
কেউ দেয়ালে পোস্টার মারছে কেউ গুনছে বিপ্লবের তারিখ
কেবল প্রেমিক তার প্রেমিকার উপর নিঃসাড় হ'য়ে পড়ে আছে।"[১৫]

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর 'রাত্রি' কবিতাটি এই সংকলনে সবচেয়ে তীব্র এবং স্পষ্টভাবে সমকালের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছে। কবিতাটিকে আপাতভাবে বিবৃতিধর্মী মনে হলেও এটি প্রকৃতপক্ষে বিবৃতিসর্বস্বতাকে অতিক্রম করে গেছে। টুকরো টুকরো ছবির কোলাজে আড়ালহীনভাবে কবিতায় ফুটে উঠছে বিনোদনমুখর সমাজের বুকে প্রতিবিপ্লবের থাবা। বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিমায় কেন্দ্র সরকারের স্পষ্ট সমালোচনায় এই কবিতায় সমসময়ের ক্ষুব্ধ যৌবনের স্বর ফুটে উঠেছে –

"কাল সকালেই উনিশ থেকে তেইশ বছরের কয়েকটা লাশ
পড়ে থাকবে রাস্তার বাঁদিকে ডানদিকে রাত্রি এগারোটা
বেজে উঠলো রেডিও বুলেটিন শেষবার
এক অপদার্থ দালাল শুয়োরের গলায় জানালো
শ্রমিক-কৃষকদের জন্য স্বতন্ত্র ফাইভ-ইয়ার্স-প্ল্যানের-গল্প
ক্ষুধার্ত মানুষ হাই তুলল আবার।"[১৬]

মণিভূষণ ভট্টাচার্যের 'নীলাচলনিবাসীর উদ্দেশে খোলা চিঠি' কবিতাটি কার্যত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ছুঁড়ে দেওয়া বামপন্থী মানুষের প্রতিস্পর্ধা। বামপন্থী চেতনায় লালিত কবিকণ্ঠ শানিত বিদ্রূপে জগন্নাথরূপী কৃষ্ণকে আক্রমণাত্মক সমালোচনায় পর্যুদস্ত করতে চেয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের শ্রমে তৈরি হওয়া রথে বসে যে জগন্নাথ 'গণতন্ত্রগ্রস্ত সাতান্ন কোটি' মানুষকে একবেলাও পেটভরে খাওয়াতে পারে না, সেই জগন্নাথকে কবি চরিত্রহীন, পঙ্গু, বিশ্বাসঘাতকরূপে তুলে ধরে তার বিপ্রতীপে হলধর বলরামকে কৃষিজীবী মানুষের বিপ্লবের নেতারূপে বন্দনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কবি এখানে পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করে উত্তরণহীন ভক্তির ক্লৈব্যে অনাস্থা-পোষণ করে মানুষের সম্মিলিত বিপ্লবী শক্তিতে আস্থা রেখেছেন –

"পারেন মাত্র একজনই, তিনি তোমার দাদা। তাঁর হাতেই রয়েছে
এই উপমহাদেশ খুঁড়ে উল্টেপাল্টে বজ্জাত এবং উঁচু মাটির ঢেলাগুলোকে
গুঁড়িয়ে আগাছা উপড়ে ফেলে প্রচণ্ড গর্জনে তোলপাড় স্ফুলিঙ্গকে
দাবানলে পরিণত ক'রে অনুকূল জমি তৈরি করার ক্ষমতা এবং অধিকার
তিনিই জমায়েত করতে পারেন সমস্ত ভূমিহীন কৃষককে
তাঁর দিগন্ত চিরে-ফেলা লাঙলের তলায়,"[১৭]

সাগর চক্রবর্তীর 'একটি কবিতা'য় নকশাল আন্দোলনের আত্মধ্বংসকর হিংস্র স্বার্থসিদ্ধির সমালোচনা পাওয়া যায়। চারু মজুমদারের গেরিলা অভ্যুত্থানভিত্তিক কৃষিবিপ্লব শ্রেণিচেতনাহীন দুষ্কৃতীদের হাতে কার্যত নৈরাজ্যে পরিণত হয়। তিনি তাঁর পঞ্চম দলিলে লিখেছিলেন –

"বিপ্লবীদের সচেতন নেতৃত্ব দিতে হবে। আঘাত হানো ঘৃণিত আমলাদের বিরুদ্ধে, মিলিটারি অফিসারদের বিরুদ্ধে, জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, দমননীতি থানা করে না, করে থানার দারোগাবাবু,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 31 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> আক্রমণ পরিচালনা করে সরকারি বাড়ি বা যানবাহন নয়, সরকারি দমন যন্ত্রের মানুষ এবং সেই মানুষের বিরুদ্ধেই আমাদের আক্রমণ।"[১৮]

কিন্তু ক্ষুধার্ত নিপীড়িত মানুষ রাজনৈতিক চেতনায় দীক্ষিত হওয়ার আগেই যদি হিংসার পথের সন্ধান পায়, তখন তা পর্যবসিত হয় অর্থহীন ধ্বংসযজ্ঞে। এই কবিতায় তাদের সেই অসচেতন বিপ্লবপ্রচেষ্টার সমালোচনা ফুটে উঠেছে –

> "উপোসী জনতা জানে কার জন্যে দেশ
> কার জন্যে শস্য হাওয়া জল,
> উপোসী জনতা জানে একটুকরো রুটির কদ্র
> কেবল জানে না তাঁরা আগুন বা ইস্পাতের সঠিক ব্যবহার।"[১৯]

এই কবিতাগুলি ছাড়াও শঙ্খ ঘোষের 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুপুর থেকে রাত্রি', আনন্দ বাগচীর 'শবাধার', বাসুদেব দেবের 'উনুন', সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর 'ভাঙন দেখতে এসে', সুব্রত চক্রবর্তীর 'উপাংশুহত্যা' প্রভৃতি কবিতায় মধ্যবিত্ত মানসিকতার সমালোচনা, ধ্বস্ত সমাজচিত্র, নিধনযজ্ঞের নানা চিহ্ন প্রকাশিত হয়েছে। মণীন্দ্র গুপ্ত এই সংকলনের 'ভূমিকা' অংশে লিখেছেন –

> "বাঙালি কবিকুল বেশির ভাগই নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণির। তবু আপন সমাজের এই ক্ষিপ্ত ও আত্মহা সংকটকালের বেদনা তাঁদের কবিতায় প্রায় অনুপস্থিত। এর কারণ কী? – ক্লৈব্য? বিভীষিকার প্রতি জুগুপ্সা? চিরায়তের প্রতি অবিচল ভক্তি? পঙ্কিল রাজনীতির প্রতি অনীহা থাকা প্রত্যেক সৎ ব্যক্তির পক্ষেই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবমুখীনতা বা পরিপার্শ্বকে অস্বীকার করা নির্বীজ শিল্পেরই লক্ষণ।"[২০]

এখনও পর্যন্ত আলোচিত কবিতাগুলির দিকে ফিরে তাকালে সম্পাদকের এই বক্তব্যকে সমর্থন করা যায় না। সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে কবিতাগুলিকে অপাংক্তেয় মনে হতে পারে। কিন্তু সংবেদী কবিরা যেভাবে সমসময়কে নিজেদের মানসে ধারণ করে যুগযন্ত্রণার প্রতিক্রিয়ায় তাঁদের কবিতায় তাকে আত্মস্থ করেছেন, তার সুতীব্র অভিঘাত সমগ্র সংকলনটিতে বিধৃত হয়ে আছে। অন্যদিকে সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় মণীন্দ্র গুপ্তের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের কাব্যবিচারের মানদণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন–

> "সত্তরের দশকের কবিতার ধারাটি যে ভিতরে ভিতরে ক্রমশই শিল্পসুমিতির ধরণকে পাল্টে দিচ্ছিল সে বিষয়ে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ অনবহিত।"[২১]

এই বক্তব্যের সঙ্গেও আমরা একমত হতে পারছি না। কারণ সত্তরের কবিতার ধারা সম্পর্কে ধারণা না থাকলে এই সংকলনটিতে এতগুলি সমসময়ের চিহ্ন বহনকারী কবিতা স্থান পেত না। সেইসঙ্গে আরো বিচিত্র স্বরের সমাবেশ এই সংকলনে ঘটত না। জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'কবিতার কথা' প্রবন্ধে লিখেছেন –

> "কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুই রকম উৎসারণ; জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে, কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণ ভাবে তৃপ্ত হয় না; কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা-মনীষা শান্তি বোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়।"[২২]

নকশাল আন্দোলনের সমকালে অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবন ও রক্তক্ষয়ী বাস্তবতাকে অতিক্রম করার জন্য কখনো কখনো কবিরা ঐতিহ্যকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন, কখনো বা প্রেমচেতনাকে ধারণ করেছেন, কখনো আবার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতিবিস্মৃতির পর্দা উন্মোচিত করেছেন। আমরা সংকলনের অন্যান্য কবিতাগুলি থেকে এই স্বরবৈচিত্র্যের সন্ধান করব।

টি এস এলিয়ট তাঁর 'Tradition and the Individual Talent' প্রবন্ধে বলেছিলেন –

> "It (tradition) involves, in the first place, the historical sense, ...and historical sense involves a perception, not only of the pastness of the past, but of its presence. ...This historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional."[২৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 31 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এলিয়ট এই যে ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ইতিহাসচেতনার কথা বলতে গিয়ে অতীতের বর্তমানতার কথা বললেন, এর কারণেই মূলত একজন কবি একটি নির্দিষ্ট কালপর্বে দাঁড়িয়েও অনন্ত সময়কে স্পর্শ করতে পারেন। তাই এই ইতিহাসচেতনা সাময়িক, সময়হীন আবার একই সঙ্গে সাময়িক এবং সময়হীন। যুগে যুগে কবিরা একটি খণ্ড সময়কে অতিক্রম করার জন্য মহাসময়কে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। এই সংকলনে রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী, দেবতোষ বসু, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুধেন্দু মল্লিক, সুব্রত রুদ্র, কবিতা সিংহ, বীতশোক ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র গুপ্ত প্রমুখের কবিতায় ঐতিহ্যকে স্পর্শ করার প্রচেষ্টা রয়েছে।

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী 'চৌষট্টি পাপড়ির পদ্ম' কবিতায় বাংলার সহজসাধনার তন্ত্রপরম্পরার সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছেন। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বাউলফকিরদের ঐতিহ্যে ডুব দিয়ে তিনি সমকালীন জটিল আবর্ত থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছেন –

> "কী খিস্তি করছেন আপনারা? পড়ুন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
> কিংবা এক হাজার শতাব্দীতে পিছু হেঁটে চলে যান সোজা;
> ডোমনীকে চক্রে নিয়ে রাজরাজ বসুন মশানে,
> গুপ্তধর্ম জানুন, বুঝবেন কার জন্য মানবজীবন।"[২৪]

যদিও কবিতার শুরুতেই 'কী খিস্তি করছেন আপনারা?' অংশে সমসময়ের প্রতি ছুঁড়ে দেওয়া বিরক্তি ও হতাশা প্রকাশিত হয়েছে। লোকায়ত ঐতিহ্যে সচেতন আত্মগোপনের মধ্য দিয়ে কবি এইভাবে তাঁর কবিতায় সময়াতিশায়ী ঐতিহ্যকে অবলম্বন করলেও সাময়িকতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেননি।

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চারটি কবিতার প্রতিটিই অতীত সময়কে ধারণ করে আছে। নিসর্গ এবং অতীত মিলেমিশে তাঁর কবিতায় আশ্চর্য জাদুবাস্তবতা রচনা করেছে। 'গৃধ্রকুট পাহাড়ে পলাশফুল' কবিতায় নির্জনতা ধ্যানী বুদ্ধের সঙ্গে উপমিত এবং অরণ্য-পলাশকে কবি তুলনা করেছেন বিরহিণী গোপার সঙ্গে। বুদ্ধজীবনের এক পুরাচিত্র প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে কবিতাটিকে অভিনব করে তুলেছে –

> "রৌদ্রে কাঁপে অদৃশ্য জলের কুয়াশা... চকিত ছবি...
> সুদূর কপিলাবস্তু নগর...
> তবু নির্জনতা ধ্যানী বুদ্ধ –
> তাঁর চোখে পড়ে না আহত ভালোবাসার গভীরতা
> রক্তপলাশের ছায়া!"[২৫]

'মনিয়ার মাঠে সন্ধ্যা' কবিতায় পাহাড়ে অপরাহ্নের রক্তিম পটভূমিকায় নাগদেবতার পুরাকল্প ব্যবহৃত হয়েছে। অপরাহ্নের আলোয় কবি খুঁজে পেয়েছেন 'পশুবলির লাল রক্তধারা'। 'মধ্যনিশীথে অরণ্যজ্যোৎস্না' কবিতায় 'লতার ঝুলনে সংজ্ঞাহারা জ্যোৎস্না'কে কবির মন হয় রূপসী নর্তকী সলাবতী এবং প্রাচীন রাজগৃহের স্মৃতির আবেশ জেগে ওঠে। 'প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীরে অদৃশ্য প্রহরী' কবিতায় অরণ্যপথের পাশে সূর্যাস্ত-আলো-মাখা প্রাচীরে অতীত এবং বর্তমান মিশে যায়। সুদূর অতীতের প্রহরীর ডাক কবির বর্তমানতাকে ছুঁয়ে যায়। শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের এই কবিতাগুলি পড়তে পড়তে পাঠকের মন থেকে সাময়িকতার বোধ মুছে যায় –

> "ওখানে কে যায়?
> আমার পিছনে কারো কণ্ঠস্বর সচকিত করে
> বনস্থলী, আকাশ বাতাস
> ফিরে দেখি কিছু নেই, প্রাচীরে সূর্যাস্ত-আলো মৃদু ঝরে যায়!"[২৬]

মণীন্দ্র গুপ্তের 'টেরানোডনের ঠোঁট, চন্দ্রালোক অথবা ঈশ্বর' কবিতায় প্রাগৈতিহাসিক সময়কে স্পর্শ করে প্রেমের শান্ত উদ্ভাসন ফুটে উঠেছে। তাঁর 'অন্ধকারে দময়ন্তীর উরু' কবিতায় দেহাতীত কামনার সঙ্গে মিশে গেছে দেহবোধ। সুতীব্র প্যাশন এবং দার্শনিকতার সমন্বয়ে এই কবিতায় নিসর্গ ধারণ করেছে পৌরাণিক নারীর রূপ। ঘন অন্ধকারের মাঝে হলুদ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 31 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চাঁদ দময়ন্তীর উরুর সৌন্দর্যে ভাস্বর। এই কবিতায় পাপ-পুণ্য, স্মৃতি-বিস্মৃতি মিশে গিয়ে অপরূপ দার্শনিক মায়া রচনা করেছে –

"আজ এই অন্ধকারে – এই ঘন দৈব আবিষ্ট অন্ধকারে
আরম্ভ-অন্তিম শুধু অর্ধনারীশ্বর হয়ে
দোলে
অনন্তশয়ানে
ভাসমান
মুগ্ধ পদ্মে।"[২৭]

কবিতা সিংহের 'খেলা দেখাতে দেখাতে' কবিতায় বাজিকরের খেলার মধ্য দিয়ে তন্ত্রের অনুষঙ্গ ফুটে উঠেছে। দেহের মধ্যে সর্প, পদ্ম, কুণ্ডলিনীর বর্ণনায় কবিতাটি পরাবাস্তব হয়ে উঠেছে। যদিও এই কবিতার স্বরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের ভঙ্গিটিও চোখে পড়ে। সেইসঙ্গে সমকালীনতার কারণেই বারবার 'কাটামুণ্ড'-এর ব্যবহারে রাজনৈতিক চেতনার আভাস পাওয়া যায়। বাজিকরের খেলা দেখাতে দেখাতে কুম্ভক হয়ে হঠাৎ সমাধির বর্ণনায় সমাজবিবিক্ত হয়ে সাধনার শান্তিতে ডুবে যাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে -

"এই বাজিকর এই বা সাধক
পদ্ম ফুঁড়ে সর্প ওঠে শরীরে কালনাগিনী-শিস
বাঁশির ধ্বনি, নূপুরনিনাদ, দল মেলে পীত ব্রহ্মকমল
এক পলকে ভেল্কি এমন
সমস্ত মন অকম্প্রশিখ দূর দেউলে দেউটি হল।"[২৮]

বাজিকর অথবা সাধক মনকে বাস্তবতা থেকে সরিয়ে আনলেও সবাই কি পারে! কারণ এই মনই অন্ধকারে ছড়ানো অশনাক্ত লাশের ছিন্ন শরীরে মাথা কুটে মরে –

"এই মনই তো চক্ষুবিহীন, কর্ণবিহীন অচৈতন্য
অন্ধকারে ছিটিয়ে রাখা টুকরো টুকরো ধড়ে-মুন্দে
দেহের খাঁজে, পেশির ভাঁজে, রোম-ত্রিকোণে
মাথা কুটছে।"[২৯]

তাই কবিতার শেষেও সমাজবিচ্ছিন্ন সাধনার প্রসঙ্গে শ্লেষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমস্ত অশান্তি, হত্যা, বিদ্রোহ পেরিয়ে আলজিভে জিভ ঠেকালেই 'শান্তি! শান্তি!' এই কবিতায় অদ্ভুতভাবে কবি নিজের রাজনৈতিক সচেতনতাকে বজায় রেখেও ঐতিহ্যকে ভাঙতেই যেন সেখানে ছদ্ম-আশ্রয় নিয়েছেন। 'এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৭২' সংকলনে এই কবিতাটি তাই উল্লেখযোগ্য নির্বাচন।

এছাড়াও তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বালক-পৃথিবীর গন্ধ' কবিতায় পুরাপৃথিবীর স্পর্শ, সুধেন্দু মল্লিকের 'সাবধান পথিকবর' কবিতায় রূপকথার উল্লম্ফন, বীতশোক ভট্টাচার্যের চর্যাপদের অনুসৃজন, সুব্রত রুদ্রের 'গান' কবিতায় বাউলের সন্ধ্যাভাষার প্রয়োগে ঐতিহ্যের সমান্তরাল ধারা ফুটে উঠেছে। এলিয়ট কথিত অতীতের বর্তমানতার বোধ কমবেশি এই কবিদের স্পর্শ করেছে, তাই সাময়িকতাকে সবসময় অগ্রাহ্য না করলেও এঁরা সময়হীনতাকে ধারণ করতে পেরেছেন।

প্রেমের কবিতাও এই সংকলনের অনেকটা স্থান জুড়ে আছে। আসলে প্রেমচেতনা যেমন বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত, তেমনি যুক্ত বিপ্লবহীনতার সঙ্গেও। প্রেম যেমন ঐতিহ্যের মধ্যে মিশে থাকে, তেমনি শরীরী যৌনতায় প্রকাশিত হয়। প্রেমের এই বিবিধ বিলাস কবিদের স্বতন্ত্র মানসিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অরুণাভ দাশগুপ্তের 'শমীর গহনে অগ্নি, এসো' কবিতায় লিবিডোর প্রকাশ, অর্চনা আচার্যচৌধুরীর 'এক শৃঙ্গ অশ্ব (য়ুনিকর্ণ)' কবিতায় বয়ঃসন্ধির আলোআঁধারিতে নিষিদ্ধ প্রেমের লাজুকতা, অশোক দত্ত চৌধুরীর 'তোমার চোখের জয় ভাষা, লাল কার্পেশন' কবিতায় প্রেম ও বিদ্রোহের সমন্বয়, জ্যোতির্ময় দত্তের 'গ্রীষ্মের রাত' কবিতায় সমসময়ের চিহ্ন ও 'নারীর প্রতি পুরুষ' কবিতায় শরীরী কামনার প্রকাশ, কমল চক্রবর্তীর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 31 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'তুমি স্বপ্ন নও রক্তচন্দন' কবিতায় ঝাড়খণ্ডের আঞ্চলিক প্রতিবেশে প্রেমের উচ্চারণ, দেবারতি মিত্রের 'পদ্মগোখরোর শিস' কবিতায় নারীযৌনতার প্রকাশ – সংকলনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে।

এই সংকলনে এমন কিছু কবিতা রয়েছে যেগুলিতে ব্যক্তিগত জীবনানুভূতির ছায়া রয়েছে। এদের মধ্যে অরুণেশ ঘোষের 'মাকে', আলোক সরকারের 'লাটিম', কালীকৃষ্ণ গুহের 'শিশু', গোপাল দাসের 'বিশ্বাস', প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের 'জন্মেছিলাম', শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'দুঃখ যদি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও কবিতার বিষয় ও আঙ্গিকে পরীক্ষানিরীক্ষা করা নতুন স্বরের সন্ধান মেলে তুষার চৌধুরীর 'ধাতু সড়ক', তুষার রায়ের 'এইভাবে' ও 'ভয়' কবিতায়।

'এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৭২' সংকলন গ্রন্থের একাত্তর জন কবির একশ তিরিশটি কবিতার সবগুলিকে বিশ্লেষণ করার পরিসর এখানে নেই। তবু প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি কবিতার বিশ্লেষণে ও উল্লেখে আমরা বুঝতে চেষ্টা করলাম সত্তর দশকের সূচনাপর্বে ১৯৭২ সালের সমকালে বাংলা কবিতার বিচিত্র রূপ কেমন ছিল। আলোচ্য সংকলনের 'পরিসংখ্যান' অংশে সম্পাদকদ্বয় লিখেছেন সংকলন-প্রকল্পে একানব্বইটি পত্রিকার ব্যবহারের কথা। সবকটি পত্রিকা ঘেঁটে সমস্ত কবিতা না পড়লে বিচার করা সম্ভব নয় এই সংকলন কতখানি সার্থকতার দিকে এগিয়েছিল। তবে শুধুমাত্র এর অন্তর্গত কবিতাগুলির পাঠ-অভিজ্ঞতায় যে স্বরবৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া গেল, তা থেকেই বোঝা যায় সম্পাদকেরা কতখানি একদেশদর্শিতা থেকে মুক্ত হয়ে কাজটি করেছিলেন। মণীন্দ্র গুপ্ত 'ভূমিকা' অংশে লিখেছেন –

> 'অতএব সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে এ কথা অস্পষ্ট থাকে না যে, চরিত্রের দিক থেকে এই এক বছরের কবিতা যতটা আত্মকেন্দ্রিক ততটা সমাজকেন্দ্রিক নয়, যতটা প্রথানুসারী ততটা পরীক্ষামূলক নয়, যতটা ব্যক্তিগত সমস্যামুখী ততটা ব্যাপ্ত জগৎসংসর্গী নয়।"[৩০]

কিছু কবিতায় আত্মকেন্দ্রিকতা, প্রথানুসরণ এবং ব্যক্তিগত সমস্যার উৎসারণ রয়েছে, একথা অস্বীকার করা যাবে না। তবে তার সমান্তরালে সমাজকেন্দ্রিকতা, পরীক্ষামূলক প্রবণতা এবং ব্যাপ্ত জগৎসংসর্গের ধারাও যে প্রবহমান থেকেছে – তা কবিতার আলোচনাতেই উঠে এসেছে। আসলে নকশাল আন্দোলনের অভিঘাতে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপের পাশাপাশি বাংলা কবিতার জগতেও ব্যাপক পালাবদল ঘটে। সত্তরের প্রথমাংশে চল্লিশের দশকের সমাজমনস্কতা কবিদের কবিতায় উঠে এলেও ক্রমশ পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের কবিদের ব্যক্তিগত জীবনবোধ ও দার্শনিকতাধর্মী কবিতার পাশাপাশি নতুন অশ্রুতপূর্ব বহু স্বর শোনা যায়। মৃদুল দাশগুপ্ত লিখেছেন –

> "মফসসল বাংলার দিকদিগন্ত থেকে তখন, সেই তখন, আমার সময়ের কবিতাপ্রয়াসীরা উঠে আসতে থাকেন, সমাজের সব শ্রেণি থেকে। কারণ, ছয়ের দশকের শেষ দিক থেকে নগরগুলির কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়তে আসতে থাকেন গ্রামঘরের সন্তানরা, সত্তরের সূচনায় নগর উপচে পড়ে। এমনি এমনি তো মহাসময়ে, সেসময়ে ঢেউ জাগেনি। দিগদিগন্তের লিটল ম্যাগাজিনগুলিতে ফুটে উঠতে শুরু করেন আমাদের বন্ধুরা, সারা বাংলায়। ওই সময়ের স্লোগান ছিল, গ্রাম দিয়ে নগর ঘেরা। মাও সে তুংয়ের উক্তি। রাজনীতিতে এদেশে তা সম্ভব হয়নি। তবে আমি বলবই, আমার বন্ধুরা বাংলা কবিতায় তা সম্ভব করেছেন। সেসময়ের কবিতায় কলকাতার আধিপত্য চূর্ণ হয়েছিল। ভাষাক্ষেত্রেও নাগরিক পরিশীলন তছনছ হয়েছিল।"[৩১]

সত্তর দশক রাজনৈতিক ভাবে না হলেও বাংলা কবিতার বিবর্তনে 'মুক্তির দশক' হিসাবে গৃহীত হতেই পারে। নকশাল আন্দোলন ও তার পরবর্তীকালে সমগ্র বাংলায় অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতে শুরু করলে গ্রাম-মফস্বলের অসংখ্য তরুণ-তরুণী তাঁদের নিজস্ব স্বর নিয়ে বাংলা কবিতার আঙিনায় শীতলপাটি বিছিয়ে বসতে শুরু করে। ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর ফলশ্রুতি হিসাবে উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের যে কলকাতা-কেন্দ্রিকতা শুরু হয়েছিল, তা এই দশকে এসে ভেঙে যায়। সুদূর পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, নদিয়া, উত্তরবঙ্গ, এমনকী ভিন রাজ্য থেকেও আত্মপ্রকাশ করতে থাকে নির্মল হালদার, বীতশোক ভট্টাচার্য, জয় গোস্বামী, সুবোধ সরকার, অরুণ বসু, কমল চক্রবর্তীর মতন কবিরা। কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা কবিতায় অন্য জলহাওয়ার স্পর্শ লাগে। উঠে আসে আঞ্চলিক সমাজ-সংস্কৃতি, পুরাণ, প্রকৃতির বিচিত্র কবিতা। 'এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৭২' সংকলন থেকেই এই পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। এদিক থেকেও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 31 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সংকলনটি গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ্যপুস্তক তথা প্রথাগত সাহিত্যপাঠের বিদ্যায়তনিক আসরে সত্তর দশকের সঙ্গে যে আন্দোলন এবং বিপ্লবের রাজনৈতিক কবিতার অঙ্গাঙ্গী এবং একমাত্রিক সম্পর্ককে সন্ধান করা হয়, সেই ধারণা আসলে কতখানি ভ্রান্ত এবং কূপমণ্ডূকতায় আচ্ছন্ন তা এই সংকলনটি পড়লেই বোঝা যায়। তপোধীর ভট্টাচার্য লিখেছিলেন –

> "সময়ই কবিতায় এনে দেয় বহুস্বর ও বহুমাত্রা: সত্তর দশকের কবিতার সার্থকতা বা ব্যর্থতা বিচার করতে গিয়ে এই সত্য যেন মনে রাখি।"[৩২]

'এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৭২' সংকলনটিতে প্রকাশিত বহুস্বর তাই প্রকৃতপক্ষে ঘনায়মান সত্তর দশকের অজস্র স্বরের সঙ্গতি। যেখানে বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত সব কটি দশকের প্রবণতাগুলির সমন্বয় ঘটে, সেইসঙ্গে তার সঙ্গে যুক্ত হয় আরো নতুন কতগুলি প্রবণতা, যার প্রকাশ প্রতিষ্ঠিত কবিদের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক বিরোধিতা সত্ত্বেও পরবর্তী চারটি সংকলনেও দেখা গিয়েছিল।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, *কবিতা : নন্দন ও সময়*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৬, পৃ. ১১
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সাহিত্য*, বিশ্বভারতী, ১৪২২, পৃ. ২৬
৩. গুপ্ত, মণীন্দ্র এবং রঞ্জিত সিংহ, সম্পাদক, *এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ত্রিষ্টুপ প্রকাশনী, ২০২৩, পৃ. ২৪
৪. Enright, D. J. and Ernst De Chikera, editors. *English Critical Texts*. Oxford University Press. 1975. pp. 301
৫. গুপ্ত, মণীন্দ্র, *এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭২-১৯৭৬)*, প্রতিবিম্ব পত্রিকা, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৩
৬. গুপ্ত, মণীন্দ্র এবং রঞ্জিত সিংহ, সম্পাদক, *এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ত্রিষ্টুপ প্রকাশনী, ২০২৩, পৃ. ২৬
৭. হক, আজিজুল, *নকশালবাড়ি : তিরিশ বছর আগে এবং পরে*, দে'জ পাবলিশিং, ২০২০, পৃ. ১৯৮
৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর, *কবিতা : নন্দন ও সময়*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৬, পৃ. ১৩
৯. Hendrik, William E. (and others). *Accelerating India's Food Grain Production, 1967-68 To 1970-71: Requirements and Prospects for a Yearly Growth Rate of 5 Percent.* (Foreign Agricultural Economic Report). Economic Service. Mar 1968 pp. 15
১০. Sarma, J. S. and Vasant P. Gandhi, editors. *Production and Consumption of Foodgrains in India: Implications of Accelerated Economic Growth and Poverty Alleviation.* International Food Policy Research Institute. July 1990
১১. গুপ্ত, মণীন্দ্র এবং রঞ্জিত সিংহ, সম্পাদক, *এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ত্রিষ্টুপ প্রকাশনী, ২০২৩, পৃ. ৩৫
১২. তদেব
১৩. তদেব, পৃ. ৩৬
১৪. তদেব
১৫. তদেব, পৃ. ৫২
১৬. তদেব, পৃ. ৭৯
১৭. তদেব, পৃ. ৮২
১৮. হক, আজিজুল, *নকশালবাড়ি : তিরিশ বছর আগে এবং পরে*, দে'জ পাবলিশিং, ২০২০, পৃ. ৪১
১৯. গুপ্ত, মণীন্দ্র এবং রঞ্জিত সিংহ, সম্পাদক, *এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ত্রিষ্টুপ প্রকাশনী, ২০২৩, পৃ. ১১০
২০. তদেব, পৃ. ২৮
২১. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ২২৬
২২. দাশ, জীবনানন্দ, *কবিতার কথা*, সিগনেট প্রেস, ২০১৮, পৃ. ১৪

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 31 - 43
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২৩. Enright, D. J. and Ernst De Chikera, editors. *English Critical Texts*. Oxford University Press. 1975. pp. 294
২৪. গুপ্ত, মণীন্দ্র এবং রঞ্জিত সিংহ, সম্পাদক, *এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ত্রিষ্টুপ প্রকাশনী, ২০২৩, পৃ. ৯৪
২৫. তদেব, পৃ. ১০৪
২৬. তদেব, পৃ. ১০৫
২৭. তদেব, পৃ. ৮৫
২৮. তদেব, পৃ. ৪৬
২৯. তদেব
৩০. তদেব, পৃ. ২৮
৩১. দাশগুপ্ত, মৃদুল, *সংবাদ মূলত কাব্য : পর্ব ৫*, ডাকবাংলা.com, https://daakbangla.com/2025/03/fortnight-coloumn-episose-5-by-eminent-poet-mridul-dasgupta/
৩২. ভট্টাচার্য, তপোধীর, *বাংলা কবিতার ছায়াতপ (উত্তরার্ধ)*, দে'জ পাবলিশিং, ২০২২, পৃ. ৩২৬